আসামের নওগঙ্গ জেলার ফুলাগুঁড়ির কৃষক আন্দোলন

রাইজ মেলঃ

ব্রিটিশ আমলে রাইজ মেল ছিল আসামের গ্রামীণ জনসাধারণের নিজস্ব সংগঠন। এই সংগঠন গুলি গড়ে উঠেছিল মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। যদিও কখনো কখনো জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীগুলিও এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেত। এই সংগঠনে গ্রামের ধর্মীয় নায়ক, ভূস্বামী ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হত। ১৮৫৭সালে মহাবিদ্রোহের পর আসামের বহু আংশ জুড়ে এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কাল ক্রমে ব্রিটিশ পর্বে বিভিন্ন প্রকারের কর, বর্ধিত ভূমি রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে এই সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উল্লেখ করা যায় যে, এই সংগঠনগুলি প্রথমের দিকে সামাজিক সংগঠন রুপে গড়ে উঠেছিল। শাসক শ্রেণিও তাঁদের সহায়ক হিসেবে এই সংগঠন কে ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৮৫৭সালের পরে একদিকে ইংরেজ ও অন্যদিকে দেশীয় ভূস্বামী, জমিদার সম্প্রদায়ের উৎপীড়ন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনের কাজেরও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। চরিত্রও পাল্টে যায়। কৃষকরা রাইজ মেল সংগঠনকে তাঁদের সংগ্রামের সংগঠনে পরিণত করেছিল বলে সুপ্রকাশ রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই সংগঠনের দ্বারাই কৃষক বিদ্রোহ গুলি পরিচালিত হয়েছিল।

ফুলাগুঁড়ি বিদ্রোহ

আসামের নওগঙ্গ জেলার ফুলাগুঁড়ি ছিল উপজাতি অধিবাসীদের প্রধান বাসভূমি। এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদিত ফসল ছিল ধান, পান, সুপারি ও পপি চাষ। ১৮৬১সালের প্রথমের দিকে ব্রিটিশ সরকার এখানে আয়কর ধার্য করে। এর উপরে ছিল স্থানীয় জমিদারদের ট্যাক্স। ফলে চাষিদের উপরে অসম্ভব উৎপীড়ন শুরু হয়।

চাষিরা তাঁদের রাইজ মেল সংগঠনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিবাদ করে। সংগঠনের মধ্যদিয়ে হাজার হাজার কৃষক টিপসই দিয়ে ট্যাক্স প্রত্যাহারের দাবী জানায়। কিন্তু নওগঙ্গ জেলার কমিশনার এই দাবিগুলিকে অস্বীকার করে। দাবীর প্রতি উদাসীনতা, অত্যাচার চলতে থাকায় কৃষকরা বিদ্রোহের পথে যেতে বাধ্য হয়। ১৮৬১সালে এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

নওগঙ্গ জেলার সদরে কৃষকদের বিশাল সমাবেশ ঘটে। হাজার হাজার বিদ্রোহীদের জমায়েত প্রথম দিকে পুলিশ হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহীরা দাবী তুলেছিল কমিশনারকে সমাবেশে এসে দাদিগুলির প্রতি তার

মতামত জানাতে হবে। শেষ পর্যন্ত ১৮ই অক্টোবর ১৮৬১সালে সমাবেশ স্থলে ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত হন। তার আচরণ পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলে। কয়েক জন পুলিশ কর্মী ও ডেপুটি কমিশনার ঘটনাস্থলে নিহত হন।

এই ঘটনার পরে আসাম চিফ কমিশনারের নির্দেশে 'আসাম পদাতিক বাহিনী' নওগঙ্গ জেলার ফুলা গুঁড়িতে উপস্থিত হয়ে বাড়ী বাড়ী বর্বর আক্রমণ করে। বহু কৃষককে হত্যা করে, নেতাদের গ্রেপ্তার করে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি করে।

গ্রেপ্তার হওয়া কৃষক নেতাদের বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে নরসিং লালুং, লখন কোচ ও সুরেন কোচ কে প্রানদন্ড দেওয়া হয়। শিব সিং ও বাবু ডোম কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও মনি কাছাড়ী এবং মযরা সিংকে সশ্রম কারাদন্ড দিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করা হয়েছিল।

সরকারি নথিতে এই আন্দোলন কে দাঙ্গা হাঙ্গামা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এটা নিছক তা ছিল না। শাসক সব সময়ে চেষ্টা করে প্রতিবাদী আন্দোলনকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করতে। যখনি কৃষকরা দাবী তুলে তাঁদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া কর, অন্যায় আইন প্রত্যাহার করতে, জমিদার, মহাজন দের অত্যাচার বন্ধ করতে তখনি এই ধরণের অখ্যান তৈরি করা হয়। ব্রিটিশ শাসন পর্বে উপজাতি আন্দোলন কে তাই সঠিক ভাবে দেখা হয়নি। কিন্তু আসামের নওগঙ্গ জেলার স্থানীয় অধিবাসীরা এখনো এই বিদ্রোহ কে 'ফুলাগুঁড়ি ধাওয়া' অর্থাৎ ফুলা গুঁড়ির যুদ্ধ বলেই স্মরণ করে।

প্রশ্নঃ

১. রাইজ মেল কি ? এটি কি উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল ?
২. আসামে ফুলাগুঁড়ি বিদ্রোহ কেন হয়েছিল ?
৩. এই বিদ্রোহের পরিণতি কি হয়েছিল ? এই বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ কর।

গ্রন্থ ঋণ

সুপ্রকাশ রায় – *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,* ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলিকাতা, জুন, ১৯৭০।